যুগান্তর

তারিখ ..19.SEP..2015...
পৃষ্ঠা ..২০.. কলাম ....৬.....

বরিশাল গৌরনদী মেদাকুল বিএমএস ইন্সটিটিউশন

মনগড়া উত্তর লেখে শিক্ষার্থীরা

মো. আসাদুজ্জামান রিপন, *গৌরনদী প্রতিনিধি*

সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, উচ্চতর দক্ষতা বিবেচনা করে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। শিক্ষার্থীরা মনগড়া লেখা বেশি লেখে। এভাবে শতকরা ৬০ নম্বরও পায়। তাই সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হয় না। এমন মন্তব্য বরিশালের গৌরনদী উপজেলার মেদাকুল বিএমএস ইন্সটিটিউশনের হিসাববিজ্ঞানের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক অবিনাশ চন্দ্র চৌধুরীর। একই কথা বলেন বিদ্যালয়ের সিনিয়র

লেখে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

গৌরনদীর মেদাকুল বিএমএস ইন্সটিটিউশনের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা যুগান্তর

লেখে : মনগড়া উত্তর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সহকারী শিক্ষিকা অঞ্জলী রানী বাড়ৈ। তিনি জানান, সৃজনশীল প্রশ্ন চারটি ধাপের মধ্যে জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক হওয়ায় অল্প লিখলেই পাস নম্বর পাওয়া যায়। বাকি প্রয়োগমূলক, উচ্চতর দক্ষতা— এ দুটি প্রশ্ন না বুঝে অধিকাংশ শিক্ষার্থী উত্তর লিখে। প্রত্যেকটি উদ্দীপকের সঙ্গে ৪টি প্রশ্ন থাকলেও অধিকাংশ উদ্দীপকের সঙ্গে প্রশ্নের মিল থাকে না। তখন শিক্ষার্থীরা মনগড়া লিখে থাকে। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর সামান্য লিখলে শূন্য দেয়া যায় না, সর্বনিম্ন ১ নম্বর করে দিতে হয়। এতে শিক্ষার্থীরা ২৪টি প্রশ্নে ২৪ নম্বর পেয়ে যাচ্ছে। বহু নির্বাচনী প্রশ্নের ৪০টি প্রশ্নের উত্তর না জেনে টিক (উত্তর) দিলেও ৯টির উত্তর সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই শিক্ষার্থীরা কম পড়ে সহজেই পাস করে যাচ্ছে। এতে পাসের হার বাড়লেও শিক্ষার গুণগত মান বাড়েনি। গৌরনদী পৌর শহরের বাইরে ১৯৩০ সালে স্থাপিত এ বিদ্যালয়ের ১৪ জন শিক্ষকের মধ্যে সৃজনশীলে তিন দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ১২ জন। তবে স্বল্পমেয়াদি এ প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষকদের পক্ষে ভালোভাবে বোঝানো সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক অমূল্য রতন সরকার। তিনি বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি ভালো, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবে রূপদানের জন্য যে পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন তা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। অধিকাংশ শিক্ষার্থী সৃজনশীল রপ্ত করতে পারছে না। অধিকাংশ শিক্ষার্থী ২-৩ পয়েন্ট পেয়ে পাস করছে। শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বোঝানোর জন্য শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক বেশি বেশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

শিক্ষকদের বেশি বেশি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন বিদ্যালয়টির ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমানও। তিনি বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষকরাই ভালো বোঝেন না, শিক্ষার্থীদের কি করে বোঝাবেন। গণিতে সমস্যার কথা জানায় অনেক শিক্ষার্থী। নবম শ্রেণীর হেনা আক্তার, তৃপ্তি দাস, এনামুল হাওলাদার ও দশম শ্রেণীর ডালিয়া খানম, বাবু হোসেন, সাইফুল সরদার জানায়— আমরা সৃজনশীল পদ্ধতিতে গণিত ভালো বুঝি না। স্যারেরা বোঝালেও আমরা বুঝি না। গাইড বই ফলো করি। স্যারেরা বিভিন্ন গাইড থেকে প্রশ্ন করায় গাইডের প্রশ্ন পরীক্ষায় কম কমন পড়ে।

শিক্ষার্থীদের গণিত ভীতির কথা জানান গণিতের সিনিয়র শিক্ষক উজ্জ্বল কুমার রায়ও। তিনি জানান, পাঠ্যবইয়ে পর্যাপ্ত সৃজনশীল প্রশ্ন না থাকায় অনুশীলনের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকে না। ফলে গণিতের প্রতি শিক্ষার্থীদের ভীতি তৈরি হয়। উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্ন তৈরি হওয়ায় পাঠ্যবইয়ের হুবহু না থাকায় শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই পড়তে অমনোযোগী হয়ে পড়ছে। বহু নির্বাচনী অধিকাংশ প্রশ্নের সমাধান করে উত্তর দিতে হয়, তাই শিক্ষার্থীরা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উত্তর দিতে পারে না। অবকাঠামো সমস্যার কথা বললেন সহকারী শিক্ষক সমীর কুমার দে। তিনি জানান, শ্রেণীকক্ষ, চেয়ার-টেবিলসহ বিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় জর্জরিত। সামান্য বৃষ্টি হলেই মাঠে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

কাল ছাপা হবে : বরিশালের মাধবপাশা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়